আমাদের বৈশাখ - আমাদের অহংকার :

প্রকৌশলী সুমিয় মুৎসুদ্দি

সিডনিতে বিগত ২৬ এপ্রিল রবিবার ছিল বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে বাঙালির ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষ উদযাপনের মহোৎসব বৈশাখী মেলা । বাংলার শাশ্বত নতুন বর্ষ উদযাপনের ঢেউ বাংলাকে ছাড়িয়ে সিডনি সহ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের উপমহাদেশ তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিরাজ করছে আবহমান কাল থেকে। বাঙালির হাজার বছরের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচায়ক এই বৈশাখ। পৃথিবীর বুকে প্রাচীন সভ্যতায় সমৃদ্ধ এক অনন্য বাঙালি জাতি হিসাবে এটি তাই আমাদের অহংকার।

সিডনিতে বাংগালির এই মহাসম্মেলনে আজ ও একত্রিশতম বারের মতো হাজারো বাঙালি বৈশাখী আনন্দে মেতে উঠেছিল বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের ছায়ায়। এ আয়োজনের হাল যিনি ধরে আছেন সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে তাঁকে সালাম। তিনি জননন্দিত শেখ শামীম সাহেব । গ্রামীণ বাংলার কৃষি সভ্যতা ভিত্তিক এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক বর্ষ বিদায় এবং বর্ষ বরণ উৎসব কে সিডনিতে নাগরিক সভ্যতার মাঝে উন্মোচন করার মাধ্যমে বাঙালি সব মানুষকে সংযুক্ত করার মানসে যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য শেখ শামীম সাহেবরা চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।

পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ জীবনে আমার শুরু হওয়া পহেলা বৈশাখ উদযাপনের স্মৃতি, ঢাকায় ছায়ানটের রমনা বটমূলে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নব বর্ষ বরণ অনুষ্টানের স্মৃতি , আমার শিল্পী স্ত্রী রুমি মুৎসুদ্দি এবং কন্যা ডাঃ আঁখি মুৎসুদ্দীর বাংলাদেশে সুদীর্ঘ

সংগীত চর্চা আমাদেরকে যে সমৃদ্ধি দিয়েছিলো তা আরও উচ্চতায় ওঠে গেলো সিডনিতে তিন দশকের ও আগের বাঙালির "বৈশাখী মেলা " আয়োজনের জন্ম লগ্নে আমার শিল্পী পরিবার এর অংশগ্রহণ করার ফলে। প্রবাসে এলে ও নিজ মাতৃভূমি এবং তার সংস্কৃতিকে অন্তরে ধারণ করার এক পবিত্র সুযোগ আমাদের জন্য করে দিয়েছিলেন রুহুল হক উজ্জ্বল , ড: আব্দুর রাজ্জাক এবং শেখ শামীম সাহেবদের মত বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় উৎসর্গীকৃত কিছু গুণী ব্যক্তিত্ব যাঁরা সিডনিতে মানুষের মাঝে অশুভ বা অসুন্দরকে দূর করে সুন্দরের চর্চার মাধ্যমে সকল বৈষম্য কিংবা মতাদর্শের বৈপরীত্য সত্বেও সকল বাঙালিকে সংস্কৃতি চর্চায় একত্রিত করতে পেরেছেন। আমি গর্বিত যে আমার এখন তৃতীয় প্রজন্ম ও এই বৈশাখী মেলার ডাকে সাড়া দেয় এবং বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের বিগত ৩০ তম বৈশাখী মেলায় শেখ শামীম সাহেবের অনুপ্রেরণায় আমার শিল্পী পরিবার " মুৎসুদ্দি পর্ব" নামে একটি অনুষ্ঠান সেগমেন্ট উপস্থাপন করে যেখানে আমার স্ত্রী বাংলাদেশ বেতার ও টিভি শিল্পী রুমি মুৎসুদ্দি , মেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন এর "নতুন কুঁড়ি" পুরস্কার দু দুবারের বিজয়ী ডাঃ আঁখি মুৎসুদ্দি এবং আমার ৪ জন নাতি নাতনি ইলোরা, তারা, ময়ূরাক্ষী এবং রাহুলকে নিয়ে সংগীত পরিবেশনা এবং আমার কবিতা পাঠ সহ আধ ঘন্টার অনন্য একটি অনুষ্টান করার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম |

মনে পড়ে চট্টগ্রামে আমার শৈশবে পঞ্চাশ দশকের সময়েতে বাংলা বছরের শেষ দিনটিতে আমরা কিভাবে নতুন বছরকে বরণ করার জন্য কি ভীষণ আনন্দানুভূতি নিয়ে চঞ্চলতম দিন পালন করতাম। বাড়ির অন্দর বাহির পরিষ্কার পরিছন্ন করে পুঞ্জীভূত আবর্জনা দূর করে এক প্রফুল্ল মন নিয়ে নতুন বছরকে আবাহন

জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। এ দিনে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমাদের নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়ে বিউ ফুল নামে এক অতীব সুন্দর ফুল সংগ্রহ করার আনন্দ আমার মত অনেক বাঙালির মনে চির অমলিন থাকবে। বিউ ফুল বছরের ওই দিনটিতেই শুধু প্রস্ফুটিত হয় আমাদের পাহাড়ের জঙ্গলে। সেই ফুলের মালা গেঁথে আমাদের বাড়ির প্রতিটি দরজা জানালা, আসবাব পত্র , বাড়ির নিজস্ব গবাদি পশু কে পর্যন্ত নতুন বছর সকলের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনুক এ কামনায় সাঁজিয়ে তুলতাম। সেদিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন নতুন বছরের আগমন মুহূর্তে বাড়ির উঠোনের এক কোণে অগ্নি উৎসব করতাম এবং সংগীতের সুরে বলতাম সকলের জীবন যেন মঙ্গলময় হয় নতুন বছরে। সন্ধ্যায় ওই দিনে নতুন জামা কাপড় পরে আমাদের মহামুনি গ্রামে অবস্থিত তিন শতাধিক বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী প্যাগোডার চারপাশে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে হাজার হাজার সংখ্যায় আগত পাহাড়ি বাংগালী নির্বিশেষে মহা আনন্দে নেচে গেয়ে আমরা এক বিশাল মেলা উদযাপন করতাম। সে মেলার নাম " মহামুনি মেলা " । পাহাড়িদের তীর্থভূমি আমাদের ওই মেলায় পাহাড়িদের মধ্যে একে অপরের সাথে প্রথম দেখায় অকস্মাৎ প্রেম এবং ফলস্বরূপ উপস্থিত বিয়েতে বসে যাওয়ার রীতি ছিল তখনকার দিনে। এটি তাই ছিল নববর্ষ উদযাপনের মাঝে পাহাড়িদের ছিল একটি বাড়তি আনন্দ। এক মাস ব্যাপী গ্রামীণ এই মেলায় বসত সার্কাস , যাত্রা গানের আসর, সিনেমা হল সহ নানা রকম মিষ্টির দোকান এবং মনোহারি দ্রব্যের দোকান |গ্রামীণ ওই মেলায় বছরের শেষ দিনে আমাদের একটি দল নামে বর্ষ বিদায় উপলক্ষে আয়োজন করতাম রবীন্দ্র নজরুল সহ পঞ্চকবির নানা গান, নৃত্যনাট্য এবং নাটক নিয়ে এক বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রতি বছরই আমরা বংশপরিক্রমায় গেয়ে

উঠতাম রবীন্দ্রনাথের সেই গান " **তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে , বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক। যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি , অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক, মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা , অগ্নিস্নানে সূচি হোক ধরা** "|গ্রামীণ এই মেলায় আমরা একবছর রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্যনাট্য ও নিজেরা গেয়ে এবং নেচে মঞ্চস্থ করেছিলাম। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় নেমে গ্রামীণ ওই মেলায় আমাদের অন্য একটি দল নামে অনুরূপ অনুষ্টান আয়োজন করতো বর্ষ বরণ উপলক্ষে। সে কি চাঞ্চল্য সবার হৃদয়ে ! পঞ্চাশ দশকের ও আগে থেকে শুরু হওয়া আমাদের গ্রামের বাংলা নতুন বছরের এ উদযাপন আজ ও স্তিমিত হয়ে যায়নি। আজ ও সেখানে মেলা জমে এবং আজ ও বাংলা সংস্কৃতির চর্চায় নতুন রূপে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন চালু রয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। বৈশাখী এই মেলা আসলেই আমাদের অহংকার।

বাংলার গ্রামীণ জীবনের এই সংস্কৃতি উদযাপনের মেলা আবহমান কাল থেকে হয়ে থাকলেও ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম শহরে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে ষাটের দশকের শুরুতে যখন বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে লড়াই করার কালে শিল্পী সানজিদা খাতুন এবং ওয়াহিদুল হক সাহেবের নেতৃত্বে " ছায়ানট" সহ নানা সংগীত প্রতিষ্টান বাংলা গান এবং নাটককে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে পরিচিত করে তোলে । বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য ছায়ানট সর্বপ্রথম বাংলা বর্ষবরণ এর এক মহাসংগীতানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিল রমনার বটমূলে ১৯৬৭ সালে যখন আমি ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই থেকে বেগবান হওয়া শুরু আমাদের বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় প্রকাশের

পালা। চট্টগ্রাম শহরে সর্বপ্রথম এই বর্ষবরণ অনুষ্টানের আয়োজন শুরু হয় চট্টগ্রামের ডি সি হিল পার্কে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ প্রয়াত ওয়াহিদুল হক সাহেবের পরিচালনায় এবং আমার সহধর্মিনী শিল্পী রুমি বড়ুয়া মুৎসুদ্দীর সংগীতে অংশগ্রহণে। কালক্রমে বাঙালির এই নববর্ষ উদযাপন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে । নববর্ষ উদযাপনের প্রধান অনুষঙ্গ বাংলাদেশের যে বিশাল শোভাযাত্রা মঙ্গল কিংবা আনন্দ কিংবা বৈশাখী নামে কোটি বাঙালির প্রাণের উৎসবে আজ পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কো কতৃক স্বীকৃত হয়েছে।

বাঙালির এই সংস্কৃতি অতি প্রাচীন যখন দেখি আমাদের এই নব বর্ষ একই দিনে নতুন বছর হিসেবে উদযাপিত হয় এশিয়া মহাদেশের বার্মা ,থাইল্যান্ড ,কম্বোডিয়া , লাওস , শ্রীলংকা, নেপাল , পশ্চিম বঙ্গ সহ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে। থাইল্যান্ডে এই নববর্ষ "সংক্রান" নামে অভিহিত। সংক্রান উৎসবের উৎপত্তি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে, যা খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসে আমাদের ভূখণ্ড থেকে। অর্থাৎ আমাদের " চৈত্র সংক্রান্তি" কালের পরিক্রমায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় " সংক্রান " নামে আবির্ভূত হয়। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটি সামুদ্রিক পথে অথবা থেরাবাদ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে মিশে যায়। বাঙালি বৌদ্ধ ধর্মগুরু বাংলাদেশের বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন আমাদের এই সংস্কৃতিকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিলিয়ে দেয়ার অগ্রপথিক। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এটি সূর্যের মেষ রাশিতে প্রবেশ এবং নতুন ফসলের আগমনকে চিহ্নিত করে। মূলত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশেএটি ছিল একটি শান্ত,

ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ (১৩-১৫ এপ্রিল), যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবনের দুর্ভাগ্য দূর করা। পরবর্তীতে সে সব দেশে নব বর্ষ উপলক্ষে বুদ্ধ মূর্তির উপর জল ঢালার মন্দিরীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে এটি একটি দেশব্যাপী ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল বা জল উৎসবে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষেএই উৎসবে আজকের মতো খেলাচ্ছলে পানি ছোড়া ছুড়ির পরিবর্তে শুদ্ধি, শ্রদ্ধা এবং পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধ মূর্তির উপর জল ছিটানো হতো। এপ্রিল সবচেয়ে উষ্ণতম মাস এবং শুষ্ক মৌসুমের শেষ সময়, তাই জল নবায়ন, আশীর্বাদ এবং উত্তাপ থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে এই সংক্রান উৎসব বা নব বর্ষ উদযাপন ।

দেশ ভেদে এই নববর্ষেকে নানা নামে অভিহিত করতে দেখা যায় যেমন ; লাওস :পি মাই/সংক্রান ১৪ এপ্রিল থেকে -১৬ এপ্রিল ,থাইল্যান্ড : সংক্রান ১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল , অরুণাচল প্রদেশ, আসাম (ভারত): সাংকেন ১৪ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল, মিয়ানমার : থিংগ্যান ১৩ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল , কম্বোডিয়া : চাউল চনাম থমে ১৪ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল , ইউনান (চীন) : পোশুইজি ১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল,: পাঞ্জাব(ভারত) : বৈশাখী মেলা- এপ্রিল ১৩-১৪, উড়িষ্যা : বৈশাখী মেলা - ১৩-১৪ এপ্রিল, -হরিয়ানা - বৈশাখী মেলা: জম্মু - বৈশাখী মেলা -এপ্রিল ১৩-১৪, - চন্ডীগড় বৈশাখী মেলা : এপ্রিল ১২-১৩। শ্রীলংকা -আলুথ আবুরুদু ১৩-১৪ এপ্রিল, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিজু, বৈসুক, সাংগ্রাই অর্থাৎ তিনটি মিলে সংক্ষেপে বৈসাবি. - ১৪ এপ্রিল |

মীন রাশি থেকে মেষ রাশিতে সূর্যের গমন এবং ফসল কাটার মৌসুমের সমাপ্তি নির্দেশ করে বলেই এই সময়টাকে নব বর্ষ রূপে সব দেশই আখ্যায়িত করেছে।

এখানে সিডনির বৈশাখী মেলায় শিল্পী রুমি মুৎসুদ্দির পরিবার এর অংশগ্রহণে তোলা ১৪০০ সন এবং ১৪৩২ সনের দুটি ছবি সংযোজিত হল।

জয়তু বাঙালির বৈশাখী মেলা।